সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৭৯
WEEKLY BOOKLET:279

অসুস্থতার ফযীলত

- * অসুস্থ অবস্থায় সুস্থ অবস্থার নেকীর সাওয়াব
- * রোগাক্রান্ত হওয়া ব্যতীত মৃত্যু
- * সবচেয়ে বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়
- * ফিরআউনের খোদা দাবী করার একটি কারণ

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অসুস্থতার ফযীলত

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন বিপদের সম্মুখিন হয় তার উচিত আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা, কেননা আমার উপর দরূদ পাঠ করা বিপদ-আপদ দূরীভূতকারী। (আল কওলুল বদী, ৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫)

দুখো নে তুম কো জু ঘিরা হে তু দরূদ পড়ো,
জু হাজিরি কি তামান্না হে তু দরূদ পড়ো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অসুস্থ অবস্থায় সুস্থ অবস্থার নেকীর সাওয়াব

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, তখন নবী করীম صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসলেন, আমরা আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি কারণে হাসলেন? ইরশাদ করলেন: মু’মিন বান্দার জন্য কতই আশ্চর্যপূর্ণ বিষয় যে সে অসুস্থ অবস্থায় কান্না করে, যদি সে জানতো যে, তার জন্য ঐ অসুস্থতায় কি (অর্থাৎ কি

পরিমাণ সাওয়াব ও প্রতিদান) রয়েছে তাহলে সে পছন্দ করতো যে, অসুস্থই থাকুক এই পর্যন্ত যে নিজের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হয়। অতঃপর নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূনরায় মুচকি হাসলেন আর নিজের মাথা মোবারক আসমানের দিকে উঠালেন, আমরা আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি কারণে মুচকি হাসলেন এবং আপনার মাথা আসমানের দিকে উঠিয়েছেন? ইরশাদ করলেন: আমি দুইজন ফেরেশতা দেখলাম যারা আসমান থেকে অবতরণ করলো এবং মু'মিন বান্দাকে তার নামাযের স্থানে খুঁজতে লাগলো, যখন তাকে পেলো না তখন আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল: হে আল্লাহ পাক! আমরা তোমার অমুক বান্দার দিন-রাতে অমুক অমুক নেক আমল লিখতাম, এখন আমরা তাকে তোমার বন্দী (অর্থাৎ অসুস্থ অবস্থায়) পেয়েছি সুতরাং আমরা তার কোন নেক আমল লিখি নাই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: আমার বান্দার ঐসব নেক আমল লিপিবদ্ধ করো, যা সে দিন রাত আমল করতো আর তা থেকে কিছু কমতি করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার বন্দিতে (অসুস্থ) থাকে।

(মাওসুআতে লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪/২৪৪, হাদীস: ৭৫। মু'জামু আওসাত, ২/১১, হাদীস: ২৩১৭)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: আল্লাহ পাক যখন কোন বান্দাকে অসুস্থতায় আক্রান্ত করেন তখন এর মাধ্যমে তাকে গুনাহের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে দেন এবং ধৈর্যধারণকারীদের সাওয়াব দান করেন, যখন ঐ বান্দা পুলসিরাত দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তাকে জাহান্নামে আগুন স্পর্শ করবে না। কেননা সে পূর্বেই গুনাহের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হয়ে গেছে। সুতরাং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তাকে ধৈর্যধারণকারীদের

মর্যাদায় উন্নত করা হবে। আর যদি দুনিয়াতে গুনাহের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র না-ও হয় তবে যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন জাহান্নামের আগুন তার অপেক্ষায় থাকবে। সুতরাং তাকে পুলসিরাত থেকে হঠাৎ উঠিয়ে নেয়া হবে যাতে তার কাছ থেকে গুনাহের অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়, কেননা গুনাহের অপবিত্রতা থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিই নেককারদের ঘর ও আল্লাহ পাকের প্রতিবেশি (তথা জান্নাত) এর উপযুক্ত। **(ফয়যুল কদীর, ৪/৪০২, হাদীস: ৫৩৮৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা থেকে সুস্থ লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সুস্থ থাকা অবস্থায় অধিক পরিমাণে নেক আমল করার অভ্যাস করা উচিত, ফরয নামাযের পাশাপাশি অধিকহারে নফল ইবাদত করুন, উঠতে, বসতে, চলতে, ফিরতে যিকির ও দরূদ পাঠ করতে থাকুন, ফরয রোযার সাথে সাথে নফল রোযা রাখারও অভ্যাস করুন। মোটকথা সুস্থ থাকা অবস্থায় খুব বেশি বেশি নেকী করতে থাকুন তাহলে অসুস্থ অবস্থায় আল্লাহ পাকের দয়ায় ঐসব নেকীর সাওয়াবও পেতে থাকবেন যা সুস্থ অবস্থায় করার অভ্যাস ছিলো, কিন্তু এখন তা অসুস্থতার কারণে করতে পারছেন না। আমার প্রিয় আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه খুব সুন্দর লিখেছেন:

ওহ তো নিহায়াত সস্তা সোদা বেছ রহে হে জান্নাত কা,
হাম মুফলিস কিয়া মোল ছুকায়ে আপনা হাত হি খালি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের যমিনে চাবুক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শারীরিক অসুস্থতা মু’মিন বান্দার জন্য অনেক সময় রহমত স্বরূপ হয় যার দ্বারা তার গুনাহ ক্ষমা ও মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, অনেক হাদীসে পাকের মধ্যে অসুস্থতার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام গুনাহ থেকে মা’ছুম (নিস্পাপ), আল্লাহ পাকের এসব নেক বান্দা অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং আউলিয়ায়ে কেরামগণের رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِم খেদমতে রোগ-ব্যধি (অসুস্থতার) উপস্থিতি তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম হয়ে থাকে এবং ঐসব নেককার ব্যক্তিদের রোগ-ব্যধিতে ধৈর্যধারণের ঘটনাবলী আমরা গুনাহগারদের জন্য উৎসাহের কারণ হয়ে থাকে।

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلۡمَرَضُ سَوۡطُ اللّٰهِ فِى الۡاَرۡضِ يُؤَدِّبُ بِهٖ عِبَادَهٗ অর্থাৎ রোগ ব্যধি হলো আল্লাহ পাকের যমিনে চাবুক (Whip) যেটার মাধ্যমে তিনি বান্দাদের সংশোধন করেন।

(জামে সগির, ৫৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯১৯৪)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: কেননা অসুস্থতার কারণে নফসে আম্মারার আগুন নিভে যায় এবং এই নফসের চাহিদার স্বাদ শেষ করে দেয়। যে ব্যক্তি এই বিষয়টি (অর্থাৎ অসুস্থতা আল্লাহ পাকের যমিনে চাবুক যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের সংশোধন করেন। এটি স্বরণ করে নিয়েছে তার জন্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর রাজি থাকার দরজা খুলে যায়।

(ফয়যুল কদীর, ৬/৩৪৬, হাদীসের ব্যাখ্যা: ৯১৯৪)

যতটুকু স্বাদ বেশি ততটুকু কঠোরতাও বেশি

হে আশিকানে রাসূল! সুখ বা দুঃখ, অসুস্থতা বা দারিদ্রতা, আমাদের প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং ধৈর্যধারণের মানসিকতা তৈরীর জন্য এটা চিন্তা করা উচিত যে, যদি দুনিয়াবী এই মুসিবতে পতিত হয়ে আখিরাতে পাওয়া শাস্তিও দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয় তাহলে আল্লাহর শপথ! অনেক সহজেই ছাড়া পাচ্ছি, কেননা পরকালের শাস্তি কেউ সহ্য করতে পারবে না আর হ্যাঁ! সুখের সময় ও সম্পদশালী থাকা অবস্থায়ও আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকা উচিত। কেননা কখন আবার আখিরাতে প্রাপ্য নেয়ামত সমূহের বদলা দুনিয়াতেই পেয়ে যাচ্ছেন না তো? বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার আহারকারীরা, সুন্দর দালানকুটা নির্মাণকারীরা এবং খুব আরাম আয়েশে জীবনযাপন কারীদের অনেক বেশি ভয় করা উচিত। যেমনিভাবে “মিনহাজুল আবেদীন” কিতাবে রয়েছে: “মৃত্যুর কঠোরতা জীবনের স্বাদ অনুযায়ী হয়ে থাকে” সুতরাং যার এই স্বাদ বেশি হবে তার সেই কঠোরতাও বেশি হবে। (মিনহাজুল আবেদীন, ৮৪ পৃষ্ঠা)

কামিল মু’মিনের মর্যাদা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই আমরা এই ফয়সালা করতে পারি না, যে (ব্যক্তি) কখনো অসুস্থতা বা দুর্দশা গ্রস্থ হয়নি সে আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় অথবা যার কাছে দুনিয়াবী নেয়ামত অধিক পরিমাণে রয়েছে, সে আখিরাতের নেয়ামতের ভাগ পাবে না। আমাদের শুধুমাত্র নিজেদের ব্যাপারে গভীর চিন্তাভাবনা করে নিজেদের আখিরাতকে সজ্জিত করার, পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় লেগে থাকা উচিত। ব্যস! যে কোনভাবে আমাদের প্রিয় প্রতিপালক আমাদের উপর স্থায়ীভাবে রাজি হয়ে যায়। সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের আনুগত্যের মধ্যে মশগুল থাকা হলো মু'মিনের শান। কামিল মু'মিনের জন্য তার প্রতিটি কাজে গভীর চিন্তাভাবনা ও শিক্ষাগ্রহণের অসংখ্যা দিক রয়েছে, এতে গভীর চিন্তাভাবনা করে প্রতিটি মূহুর্ত গুনাহ থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে থাকা উচিত।

আল্লাহ পাক পারা ২১, সূরা রোম, আয়াত নাম্বার ৩৬ ইরশাদ করেন:

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً
فَرِحُوا۟ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ
سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

(পারা: ২১, সূরা: রোম, আয়াত: ৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ প্রদান করি তখন তারা সেটার উপর খুশি হয়ে যায় আর যখন তাদের নিকট কোন দুর্দশা পৌঁছে ঐ কাজের বদলা হিসেবে যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রে প্রেরণ করেছে তখনই তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে “সিরাতুল জিনানে” রয়েছে: অর্থাৎ যখন আমি মানুষকে সুস্থতা ও রিযিকে প্রশস্ততা (অর্থাৎ রিযিকে বরকত) এর স্বাদ দান করি তখন সে সেটার জন্য খুশি হয়ে যায় আর একারণে অহংকার করে। আর যদি তাদের কাছে তাদের অবাধ্যতা ও গুনাহের কারণে কোন অনিষ্টতা পৌঁছে তখন তারা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায়। আর এই বিষয়টি মু'মিনের শানের পরিপন্থি, কেননা মু'মিনের অবস্থা হলো: যখন সে নেয়ামত পায় তখন সে কৃতজ্ঞতা

আদায় করে। আর যখন তার নিকট কঠোরতা পৌঁছে তখন সে আল্লাহ পাকের রহমতের আশাবাদী থাকে।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ২১, সূরা রোম, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৩৬, ৭/৪৪৮ পৃষ্ঠা)

জু চাহে জমিলে রযবী কো তু আতা কর,
মুখতার হে তু অর ওহ রাযি বরিযা হে। (কাবালায়ে বখশিশ, ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

ভাই আমার! ধৈর্য ধারণ করো

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার এক আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর অসুস্থতায় (তাঁকে) দেখতে গেলেন আর তাকে ইরশাদ করলেন: কখন থেকে তোমার জ্বর হয়েছে? আরয করল: ইয়া নাবীয়াল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাতরাত থেকে। ইরশাদ করলেন: অসুস্থতার সময় গুনাহের সময়কে নিয়ে যায় আরো ইরশাদ করলেন: হে আমার ভাই! ধৈর্য ধারণ করো! তুমি তোমার গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে তাতে প্রবেশ করেছিলে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৮১, হাদীস: ৯৯২৫। ফয়যুল কদীর, ৪/১০৬, হাদীসের ব্যাখ্যা: ৪৬১৯)

ইয়ে তেরা জিসিম জু বিমার হে তাশভিশ না কর
ইয়ে মরয তেরে গুনাহো কো মিঠা জাতা হে ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মু'মিন ও মুনাফিকের রোগের মধ্যে পার্থক্য

আমাদের সকলের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় মু'মিন যখন কোন রোগে আক্রান্ত হয়, অতঃপর আল্লাহ পাক তাকে ঐ রোগ থেকে শিফাদান করেন তখন এই রোগ অতীতের গুনাহের কাফফারা

এবং ভবিষ্যতের জন্য নসীহত হয়ে যায়। আর মুনাফিক যখন অসুস্থ হয় অতঃপর সুস্থ হয় তখন সে ঐ উটের মতো হয় যেটাকে তার মালিক বেঁধে খুলে দিয়েছে আর সে জানেনা যে তাকে কেন বাঁধা হয়েছে আর কেন ছেড়ে দেয়া হয়েছে। লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! রোগ কেন হয়? খোদার শপথ! আমি তো কখনো অসুস্থ হয়নি ।ইরশাদ করলেন: আমাদের কাছ থেকে দূর হও, তুমি আমাদের দলভুক্ত নও (অর্থাৎ আমাদের তরিকার উপর নেই)।

(আবু দাউদ, ৩/২৪৫, হাদীস: ৩০৮৯)

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: মু'মিন (বান্দা) অসুস্থ অবস্থায় গুনাহ থেকে তাওবা করে, সে মনে করে যে আমার এই রোগ কোন গুনাহের কারণে এসেছে। আর সম্ভবত এটি শেষ রোগ হবে যেটার পর মৃত্যুই আসবে, এজন্য সে আরোগ্যে লাভ করার সাথে সাথে মাগফিরাতও নসীব হয়ে যায়। উদাসীন মুনাফিক এটাই মনে করে যে, অমুক কারণে আমি অসুস্থ হয়েছিলাম আর অমুক ঔষধ (অর্থাৎ মেডিসিন) এর মাধ্যমে আমি সুস্থ হয়েছি, কারণসমূহের মধ্যে এমনভাবে পড়ে থাকে যে, مُسَبِّبُ الْاَسْبَاب (অর্থাৎ আল্লাহ পাক) এর দিকে মনোযোগ থাকে না, না তাওবা করে, আর না নিজের গুনাহের ব্যাপারে গভীর চিন্তাভাবনা করে।

এ ব্যক্তি (যে এটা বলেছে: আমি কখনো অসুস্থ হয়নি) মুনাফিক ছিলো যার কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করার ব্যাপারে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জানা ছিলো এজন্য তাকে ঐ ধরনের কঠোরভাবে উত্তর দিয়েছেন ।কতিপয় বর্ণনার মধ্যে রয়েছে, ঐসময় (প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এটা বলেছেন: যে কোন জাহান্নামীকে দেখতে চায়,

সে যেন একে দেখে নেয়। অন্যথায় রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আপাদমস্তক হলো উত্তম চরিত্র, তিনি শুধুমাত্র রোগ না হওয়ার কারণে এ ধরনের কঠোরতা করতেন না। এটা থেকে বুঝা গেলো: নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আল্লাহ পাক মানুষের ভালো মন্দের ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৪২৩,৪২৪)

ইমাম শরফুদ্দীন হোসাইন বিন মুহাম্মদ তীবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন মু'মিন বান্দা অসুস্থ হয় অতঃপর আরোগ্য লাভ করে তখন সাবধান হয়ে যায়। আর জেনে নেয় যে, তার অসুস্থতা তার পূর্বের গুনাহকে দূর করার কারণ ছিলো। সুতরাং সে লজ্জিত হয় আর ভবিষ্যতে গুনাহের দিকে অগ্রসর হয় না যেমনিভাবে পূর্বে ঐ গুনাহটি সংগঠিত হয়েছিলো, সুতরাং এই রোগ তার অতীতের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

(শরাহ লিত তৈয়্যবি আলাল মিশকাতুল মাসাবিহ, ৩/৩২৬, হাদীস: ১৫৭১)

অসুস্থতা রহমত

হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহ তুশতরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "শারিরীক অসুস্থতা হলো রহমত স্বরূপ, অপরদিকে অন্তরের রোগ হলো শাস্তি স্বরূপ।" (ইহয়াউল উলুম, ৪/৩৫৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শারিরীক রোগ রহমতের কারণ আর গুনাহের রোগ ধ্বংসের কারণ। বিশ্বাস করুন! সিনেমা নাটক দেখা, গান বাজনা শুনা, সুদের লেনদেন করা, সুদী ও হারাম পন্থায় টাকা উপার্জন করা বা হারাম লোকমা খাওয়া এমন নিকৃষ্টতর রোগ, যেটা ক্যান্সার ও অন্যান্য প্রাণহরনকারি রোগ থেকে অনেকগুণ বেশি ভয়ংকর (Dangerous), কেননা শারিরীক রোগ বেশি থেকে বেশি প্রাণ নিতে

পারবে যেখানে গুনাহের রোগ ঈমান ধ্বংস করতে পারে। আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত শারিরীক রোগে আক্রান্ত রোগী কুফরের রোগে আক্রান্ত রোগীর চেয়ে অনেকাংশে কম ক্ষতিতে রয়েছে, কেননা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করা অবস্থায় সব সময়ের জন্য জাহান্নামের আযাবের সম্মুখিন হবে যা খুবই অসহনীয়।

প্রত্যেক ঐ কষ্টদায়ক জিনিস যেগুলির কল্পনা করা যায় সেগুলো তাঁর (তথা আল্লাহ পাকের) সীমাহীন আযাবের একটি নগণ্য (অর্থাৎ তুচ্ছ) অংশ মাত্র। যেমন কোন যন্ত্র দিয়ে জীবিত মানুষের নখ টেনে নেয়া, কারো উপর ছুরি বা লাঠি দ্বারা প্রহার করা, কারো উপর ভারী যানবাহন চালিয়ে তার হাঁড়গুড় চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া, কারো মাথার চুল ধরে তার খোলা মুখে বন্দুকের গুলি চালিয়ে দেয়া, শরীরের অঙ্গ কেটে লবণ ও মরিচ ছিটিয়ে দেয়া, জীবিত গায়ের চামড়া উপড়ে ফেলা, অজ্ঞান করা ব্যতীত অপারেশন করা, অথবা বিভিন্ন রোগের কষ্ট যেমন মাথা ব্যথা, পেট ব্যথা অথবা বেদনাদায়ক রোগ যেমন হৃদ রোগ (হার্ট এট্যাক), ক্যান্সার, কিডনির পাথরের যন্ত্রণা, এলার্জি, ভয়ানক আতংক ইত্যাদি ইত্যাদি যেই রোগব্যধি বা পার্থিব কষ্ট যেগুলোর কল্পনা করা সম্ভব সেগুলো জাহান্নামের যন্ত্রণার তুলনায় কিছুই না। মোটকথা দুনিয়ার সকল রোগব্যধি ও বিপদ কোন এক ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত করা যায় তারপরও জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা আযাবের সমান হবে না। (ফয়যানে নামায, ৪৫৪ পৃষ্ঠা)

আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করছি তিনি আমাদেরকে একটি মূহুর্তের কোটি ভাগের একভাগের জন্যও কুফরের রোগে যেন পতিত না করেন বরং আমাদেরকে গুনাহের রোগ থেকেও যেন হেফাযত

করেন, কেননা গুনাহ কুফরে দূত হয়ে থাকে। نَسْئَلُ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ অর্থাৎ আমরা আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা ও সহজতার কামনা করছি।

হার গুনাহ ছে বাছা মুঝ কো মাওলা, নেক খাসলাত বানা মুঝ কো মাওলা,
তুঝ কো রমযান কা ওয়াস্তা হে, ইয়া খোদা তুঝ ছে মেরি দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

রোগাক্রান্ত হওয়া ব্যতীত মৃত্যু

আল্লাহ পাকের প্রিয় সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে (অর্থাৎ প্রকাশ্য হায়াতে মোবারকায়) এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হলো তখন কেউ বলল: তাকে মোবারকবাদ তার কোন রোগ হওয়া ছাড়াই ইন্তেকাল হয়ে গেলো তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (এটা শুনে ইরশাদ করলেন:) তোমার জন্য আফসোস, তোমার কি জানা আছে যে, আল্লাহ পাক যদি তাকে কোন রোগে আক্রান্ত করতেন তাহলে সেটার কারণে তার গুনাহ মোছন করে দিতেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২/৪৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮০১)

“মিরাত” এ রয়েছে: ঐ ব্যক্তি (অর্থাৎ মোবারকবাদ পেশ কারী) মনে করতো যে রোগ-ব্যধি আল্লাহ পাকের পাকড়াও আর সুস্থ থাকা আল্লাহ পাকের রহমত, এজন্য মোবারকবাদ হিসেবে এটা আরয করল, এই মনোভাবের ব্যাপারে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন, অর্থাৎ মু’মিনের রোগ বিশেষকরে মৃত্যুরোগ (অর্থাৎ ঐ রোগ যেটার কারণে মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়, সেটা)ও আল্লাহ পাকের রহমত কেননা এর বরকতে আল্লাহ পাক বান্দার গুনাহ ক্ষমা করেন। এমনকি বান্দাহ তাওবা ইত্যাদি করে পুতঃপবিত্র হয়ে যায়, সুতরাং রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা উত্তম। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৪২৮)

হাদীসে পাকে রয়েছে: আল্লাহ পাক তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে রোগাক্রান্ত করেন এই পর্যন্ত যে, তার সকল গুনাহ মুছে দেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৬৬, হাদীস: ৯৮৬৩)

রোগ-ব্যধি গুনাহ মুছে দেয়

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: سَاعَاتُ الْاَذٰى يُذْهِبْنَ سَاعَاتِ الْخَطَايَا অর্থাৎ মুসিবত ও রোগের সময় বান্দার গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায়। (শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৮১, হাদীস: ৯৯২৬) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: দুনিয়াতে রোগ,দুঃখ বেদনার সময় আখিরাতে কষ্টের সময়কে দূর করে দেয়। (অর্থাৎ দুনিয়াতে মানুষের যেসব বিপদ ও কষ্ট আসে তা আখিরাতের ভয়ানক বেদনাদায়ক অবস্থা থেকে মুক্তির কারণ হয়ে যাবে।) (ফয়যুল ক্বদীর, ৪/১০৬, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৪৬১৭)

অসুস্থতার ফযীলত

শরহুয যুরকানীতে রয়েছে: গুনাহ থেকে মা'ছুম (অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام) ব্যতীত সাধারণ লোকদের মন্দ কাজে পতিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম সুতরাং তাদের অসুস্থতা তাদের গুনাহসমূহকে মুছে দেয় বা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং নফসের উচ্চ আকাংখাকে দূরীভূতকারী। (শরহুয যুরক্বানী আলাল মুয়াত্তা, ৪/৪৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮১৭)

ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: অসুস্থতা যেহেতু গুনাহের বাহন আর আল্লাহ পাকের অবাধ্যতার সামনে প্রতিবন্ধকতা হয় সুতরাং এর চেয়ে উত্তম আর কি হবে। (ইহয়াউল উলুম, ৪/৩৫৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোগ-ব্যধির ফযীলত পড়ে বা শুনে রোগ-ব্যাধির আকাংখা করার পরিবর্তে নিজ প্রতিপালকের নিকট সুস্থতার জন্যই দোয়া করতে থাকা উচিত। কেননা আমরা আল্লাহ পাকের অনেক দূর্বল

বান্দা। সুতরাং আমরা আল্লাহ পাকের নিকট দুনিয়াতেও সহজতা, মৃত্যুর সময়ও সহজতা এবং কবর ও হাশরেও সহজতা, সহজতা ব্যস সহজতার জন্যই দোয়া করছি।

আতা কর আফিয়াত তু নাযা ও কবর ও হাশর মে ইয়া রব!
ওসিলা ফাতেমা যাহরা কা কর লুতফ ও করম মাওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর স্মরণ কোন জিনিসের মাধ্যমে আসে?

অসুস্থ হলে আল্লাহ পাকের ভয়ে নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, কেননা কখনো অসুস্থতা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার কারণও হয়ে যায়, দিন যতই যাচ্ছে হাজারো রোগীর মৃত্যুর সংবাদ এসেই চলেছে। হযরত শায়খ আবু তালিব মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অসুস্থ ব্যক্তির উচিত অসুস্থ অবস্থায় তাওবা করা, নিজের গুনাহের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করা, অধিকহারে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আল্লাহ পাকের যিকির করা, উচ্চ আকাংখা কম করা আর বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ রাখা। আরও বলেন: সবচেয়ে বেশি যেই বিষয়টি মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর যেটা আসাতে মৃত্যু সংগঠিত হয় সেটা হলো "অসুস্থতা"।

(কুতুল কুলুব, (উর্দু অনুবাদ) ২/৭০৪)

প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার অসুস্থ হলো আর তাওবা করলো না তাহলে...

হাদীসে পাকে রয়েছে যখন বান্দা দুইবার রোগাক্রান্ত হয়ে যায় আর তাওবা করে না তখন মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام (অর্থাৎ রুহ কবযকারী

ফেরেশতা) তাকে বলে: হে উদাসীন ব্যক্তি! আমার পক্ষ থেকে তোমার নিকট একের পর এক বার্তাবাহক এসেছে কিন্তু তুমি কোন উত্তর দিলে না। (ইহয়াউল উলুম, ৪/৩৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ক্ষুধার্ত থাকার কারণ

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে আরয করা হলো: আপনি ক্ষুধার্ত থাকাকে এতোটা গুরুত্ব কেন দেন? বললেন: যদি ফেরআউন ক্ষুধার্ত থাকতো তাহলে কখনো খোদা দাবী করতো না আর যদি কারূন ক্ষুধার্ত থাকতো তাহলে কখনো অবাধ্য ও নাফরমানী করতো না। (কাশফুল মাহজুব, ৩৯০ পৃষ্ঠা)

ফিরআউনের উত্তর তার মুখে

"তাফসারী সাভী" তে একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা রয়েছে যখন ফেরআউন বাদশাহী আসনে বসে খোদা দাবী করতো তখন একদা হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام মানুষের আকৃতিতে তার নিকট আসলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন: বাদশাহ ঐ গোলামের ব্যাপারে কি বলেন, যে তাঁর মুনিবের দেয়া সম্পদ ও তাঁর নেয়ামত দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে অতঃপর সে নিজের মাওলার অকৃতজ্ঞতা করল আর তার হক অস্বীকার করে স্বয়ং নিজেই খোদা দাবী করা শুরু করে দিলো,তখন ফিরআউন সেটার উত্তর এটা লিখলো যে "এধরনের গোলাম যে নিজের মুনিবের উপর অকৃতজ্ঞ হয়ে তার মাওলার অবাধ্য হয়ে গেছে তার শাস্তি হলো তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হোক" সুতরাং যখন ফিরআউন তার সঙ্গীদের সাথে হযরত

মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর পিছনে পিছনে নদীর মাঝখানে গিয়ে পৌঁছল নদী পূনরায় মিলিত হয়ে গেলো তখন ফিরআউন ডুবে যাওয়ার সময় হযরত জিব্রাইল عَلَيۡهِ السَّلَام ফিরআউনকে তার স্বাক্ষর (Signature) কৃত ঐ উত্তর দেখালো অতঃপর সে নীল নদে ডুবে গেলো।

(তাফসীরে সাভী, পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৯০, ৩/৮৯১)

মুফাসসিরিনে কেরামগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيۡهِم বলেন: আল্লাহ পাক ফিরআউনকে মৃত গরুর (Bull) মতো নদীর কিনারায় নিক্ষেপ করেছেন, যাতে প্রাণে বেঁচে যাওয়া বনী ইসরাইল ও অন্যান্য লোকদের জন্য শিক্ষা হয়ে যায় আর তাদের জন্য এই বিষয়টি যেন স্পষ্ট হয়ে যায়, যে ব্যক্তি যালিম (অত্যাচারী) হয় ও আল্লাহ পাকের দরবারে অহংকার করে তার শাস্তি এরূপ হয়ে থাকে। আর সে লাঞ্চণা ও অপদস্তের গভীর খাদে নিক্ষিপ্ত হয়। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১/৭১ পৃষ্ঠা)

৪০০ বছরের অধিক বয়সপ্রাপ্ত বাদশাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিশরের বাদশাদের উপাধি (Title) ফিরআউন হতো। হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর যুগে ফিরআউনের নাম “ওয়ালিদ বিন মুসআব বিন রাইয়ান” ছিলো এই অপদার্থ অনেক বড় যালিম ও অত্যাচারী ছিলো আর নিজে নিজেকে খোদা বলতো, তার বয়স চারশত বছরেরও অধিক অতিবাহিত হয়েছে। (তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৪৯, ১/১২২) বলা হয়ে থাকে, ফিরআউন সারা দিন খোদা দাবী করতো আর রাতে দোয়া (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি) করার মধ্যে মশগুল থাকতো এই কারণে তার রাজত্ব এবং বাদশাহী ও ক্ষমতা (দীর্ঘ) সময় পর্যন্ত স্থায়ী রইলো।

(ফাযায়িলে দোয়া, ১০৪ পৃষ্ঠা)

ফিরআউনের দূর্ভাগ্য

হযরত বিবি আসিয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا (যে ফিরাআউনের স্ত্রী ছিলো) যখন নদীতে প্রবাহমান একটি সিন্দুক (Box) দেখলো আর তাতে চাঁদের মতো উজ্জ্বল চেহরা বিশিষ্ট বাচ্চা দেখতে পেলো যিনি হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام ছিলেন তখন ফিরআউনকে বলল:

قُرَّتُ عَيۡنٍ لِّيۡ وَلَكَ ؕ لَا تَقۡتُلُوۡهُ

(পারা ২০, সূরা কসাস: ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ফিরআউনের স্ত্রী বললো এ শিশু আমার ও তোমার নয়নের শান্তি, তাকে হত্যা করো না।

তখন ফিরআউন বলল: তোমার জন্য শীতিলতা হবে, আমার এর কোন প্রয়োজন নেই। (আল কামিল ফিত তারিখ, ১/১৩২ পৃষ্ঠা) আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী عَلَيۡهِ السَّلَام ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের শপথ! যদি ফিরআউনও এই বিষয়টি মেনে নিতো যে এই বাচ্চা আমার জন্যও শীতিলতা হবে যেমন হযরত বিবি আসিয়া (رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا) নিজের জন্য বললেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ পাক তাকে হিদায়ত দান করতেন যেমনটি হযরত আসিয়া (رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا) কে হিদায়ত দান করেছেন। (সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ৬/৩৯৭, হাদীস: ১১৩২৬)

সারা মিশর গোলামকে দিয়ে দিলো

খলিফা হারুনুর রশিদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যখন পারা ২৫ সূরা যুখরুফ, আয়াত নাম্বার: ৫১ তিলাওয়াত করলেন:

وَنَادٰی فِرۡعَوۡنُ فِیۡ قَوۡمِهٖ
قَالَ یٰقَوۡمِ اَلَیۡسَ لِیۡ مُلۡكُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ফিরআউন নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে আহবান করলো, হে আমার সম্প্রদায়! আমার জন্য

مِصۡرَ وَ هٰذِهِ الۡاَنۡهٰرُ تَجۡرِیۡ مِنۡ
تَحۡتِیۡ ۚ اَفَلَا تُبۡصِرُوۡنَ
(পারা ২৫, আয যুখরুফ, আয়াতে ৫১)

কি মিশরের বাদশাহী নেই এবং এসব নদ-নদীও, যেগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত? তবে কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো না?

তখন মিশরের শাসনের উপর ফিরআউনের গর্ব করার কথা স্মরণ করলেন তখন বললেন: আমি ঐ “মিশর” আমার এক ছোট গোলামকে দিয়ে দিবো, সুতরাং তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ মিশর রাষ্ট্র তাঁর গোলাম “খসিব” কে দিয়ে দিলেন যে তাঁকে অযু করাতেন। (তাফসীরে নাসাফি, পারা ২৫, আয যুখরুফ, আয়াতের ব্যাখ্যা: ৫১, পৃষ্ঠা: ১১০৩) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ফিরআউনের খোদা দাবী করার একটি কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি জানেন? ফিরআউন কেন খোদা দাবী করলো? বর্ণিত আছে: ফিরআউন তার চারশত বছর বয়সের মধ্য হতে তিনশত বিশ বছর এমন আরাম আয়েশে অতিবাহিত করেছিলো যে, ঐ সময়গুলোতে কখনো কষ্ট বা জ্বর অথবা ক্ষুধার মধ্যে পতিত হয়নি। (তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াতের ব্যাখ্যা: ১৩০, পৃষ্ঠা: ৩১২)

“ইহয়াউল উলুম” এ এক বুযুর্গ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: “ফিরআউনের খোদা দাবী করার কারণ এটি ছিলো যে, সে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুস্থ সবল ছিলো যে, ৪০০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো অথচ তার মাথায় না মাথা ব্যথা (Pain) হলো আর না কখনো জ্বর (Fever) হলো আর না কখনো কোন রগে ব্যথা হয়েছে, যদি তার কোন দিন অর্ধদিনও মাথা ব্যথা হয়ে

যেতো খোদা দাবী করা তো দূরের কথা, অহেতুক কার্যাদি থেকেও প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতো। (ইহয়াউল উলুম, ৪/৩৫৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে উদাসিন ব্যক্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই সুস্থতার নেয়ামত ও সম্পদের আধিক্য অনেক মানুষকে গুনাহের মধ্যে পতিত করে। সুতরাং যে প্রভাবশালি বা ধনী বা প্রভাবশালী তাকে আল্লাহ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনায় ব্যাপারে ভয় করা উচিত। যেমনটি মহান বুযুর্গ হযরত হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে ব্যক্তির উপর আল্লাহ পাক দুনিয়াতে (রুজিতে বরকত, বাধ্য সন্তানের নেয়ামত, ধন-সম্পদ, সুস্থতা, পদমর্যাদা, মন্ত্রণালয়ের পদ বা রাষ্টপতি বা সরকার ইত্যাদি দ্বারা) প্রশস্থতা দান করেন কিন্তু তার এই ভয় হয় না যে কখনো আবার এই আরাম-আয়েশ আল্লাহ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনা তো নয়, এরকম ব্যক্তি আল্লাহ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে উদাসিন হয়ে থাকে। (তানবিহুল মুগতারিন, ১২৮ পৃষ্ঠা)

দৌলতি এইছি নেয়ামতে ইতনী বে আরয তু নে কি আতা ইয়া রব!
দে কে লেতে নেহী করীম কভী জু দিয়া জিস কো দেয় দিয়া ইয়া রব!
তু করীম অর করীম ভী এইসা কে নেহী জিস কা দুসরা ইয়া রব!
ঝন নেহী বলকে হে ইয়েকিন মুঝে ওহ ভী তেরা দিয়া হুয়া ইয়া রব!
হুগা দুনিয়া মে কবর ও মেহশর মে মুঝ ছে আচ্ছা মুআমালা ইয়া রব!

(যওকে নাঁত, ৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু লোক প্রত্যেক মানুষকে অকারণে নিজেদের অসুস্থতার কথা বলে বেড়ায় বরং এখনতো সোশ্যাল মিডিয়ার

যুগ, হাসপাতালে ভর্তি এবং বিভিন্ন চিকিৎসার ছবি ভাইরাল করে থাকে অথচ যতোটুকু সম্ভব নিজের অসুস্থতার কথা গোপন রাখা সাওয়াবের কাজ। বার বার দুনিয়ার সকলকে নিজের অসুস্থতার কথা বলা বা দোয়ার জন্য যারা বলে তারা সকল রোগের আরোগ্য দানকারী “شَافِیُ الۡاَمۡرَاض” আল্লাহ পাকের দরবারে আরোগ্যের জন্য দোয়া কেন করে না?

বিপদের সময় আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করুন

হাদীসে কুদসিতে রয়েছে: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: যখন আমার কোন বান্দা বিপদে আমার কাছে দোয়া করে আমি তাকে চাওয়ার আগেই দান করি আর তার দোয়া কবুল করি, আর যে বান্দা মুসিবতের সময় আমাকে বাদ দিয়ে আমার সৃষ্টির কাছে সাহায্য চায় আমি তার জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করে দিই। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৪ পৃষ্ঠা)

যবাঁ পর শিকওয়ায়ে রঞ্জ ওয়া আলাম লায়া নেহী করতে
নবী কে নাম লেওয়া গম ছে ঘাবরায়া নেহী করতে

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কাটা বিদ্ধ হওয়ারও প্রতিদান

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী ও হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হতে বর্ণনা করেন: “মুসলমানের ক্লান্তি, অসুস্থতা, পেরেশানী, কষ্ট ইত্যাদি এমনকি কাটাও যদি বিদ্ধ হয় তাহলে আল্লাহ পাক সেটার বিনিময়ে তার গুনাহ মোছন করে দেন।” (বুখারী, ৪/৩, হাদীস: ৫৬৪১)

ফতহুল বারী শরহে বুখারীতে রয়েছে: ইমাম করাফি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: “নিশ্চয় বিপদ-আপদ ও কষ্ট গুনাহের কাফফারা, সেটার সাথে

বান্দার সন্তুষ্টি মিশ্রিত হোক বা না হোক। হ্যাঁ বিপদের উপর সন্তুষ্টি থাকা অবস্থায় এই বিপদ-আপদ বড় বড় গুনাহের কাফফারা হয়ে থাকে যেখানে অসন্তুষ্টি অবস্থায় কম গুনাহের কাফফারা (হয়ে থাকে)। ব্যাখ্যা এটা যে বিপদ যতো বড় হবে ততো বড় গুনাহের কাফফারা হবে যদি বান্দা বিপদে (আল্লাহ পাকের উপর) সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সেটার উপরও তাকে (আলাদা) প্রতিদান দেয়া হবে। যদি বিপগ্রস্তের কোন গুনাহ না হয় তাহলে তাকে সেটার বিনিময়ে তাকে সাওয়াব দেয়া হবে।

(ফতহুল বারী, ১১/৯০, হাদীসের ব্যাখ্যা: ৫৬৪১)

কষ্ট গুনাহ দূর করে দেয়

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللہُ عَنْہُ বলেন: নবীয়ে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি গাছের পাশে তাশরীফ নিলেন এবং সেটাকে এতটুকু নাড়া দিলেন যে, এর এতগুলো পাতা ঝরে পড়লো যতটুকু আল্লাহ পাক চেয়েছেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: কষ্ট ও বিপদ আমার এই গাছের পাতাগুলোকে ঝরানো থেকেও দ্রুত মানুষের গুনাহগুলোকে দূর করে দেয়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৮৬৩)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net